ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের মাঙ্গলিক (শুভ) চিহ্নসমূহের তাৎপর্য্য ও মহিমা

ড: মধুসূদন কৃষ্ণ দাস

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে অনেক শুভ চিহ্ন আছে। এসব চিহ্ন ভগবৎ ভক্তদের জন্য কি তাৎপর্য্য বহণ করে সে সম্পর্কে এই নিবন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

১. বিভিন্ন চিহ্ন এবং তাদের তাৎপর্য্য
(অ). ভগবানের বাম পদ-কমলের শুভচিহ্ন সমূহ:
(i) অম্বর (Sky)
(ii) শঙ্খ (Conch)
(iii) গোস্পদ (Cow-hoof)
(iv) ধনুক (Bow)
(v) কলস (Pitcher)
(vi) ত্রিভূজ / ত্রিকোণ (Triangle)
(vii) অর্ধচন্দ্র (Half-moon)
(viii) মৎস (Fish)

(আ). ভগবানের ডান পদ-কমলের শুভচিহ্ন সমূহ:
(i) চক্র (Disk)
(ii) পদ্ম (Lotus)
(iii) উর্দ্ধরেখা (Upperline)
(iv) ছত্র / ছাতা (Umbrella)
(v) অঙ্কুশ (Goad)
(vi) ধ্বজ / পতাকা (Flag)
(vii) স্বস্তিক চিহ্ন (Swastika)
(viii) অষ্টকোণ (Octagon)
(ix) জম্বুফল (Rose apple)
(x) বজ্র (Thunderbolt)
(xi) যব (Barley)

নিম্নে ভক্তদের জন্য উপরোক্ত শুভচিহ্নগুলোর তাৎপর্য্য সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো।

বাম পদকমলের শুভচিহ্নের তাৎপর্য
(i). অম্বর (Sky): আমরা সবাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত। আকাশ/অম্বর জড়জগতের সবকিছুকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। কৃষ্ণের পদকমলের এই শুভচিহ্ন তেমনি অনন্ত কোটী ব্রহ্মান্ডের সমস্ত প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত সৃষ্টিকে আশ্রয় দিয়ে রেখে বলা যায়। তবে তাঁর পাদপদ্ম সর্বত এভাবে থাকলেও আকাশের মতোই জড়জগতের সাথে অসংযুক্ত থাকে।

(ii). শঙ্খ (Conch): এই শুভ চিহ্ন নির্দেশ দেয় যারা একান্তভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের আশ্রয় নেয় তারা সবধরণের দুঃখ-দুর্দশা থেকে প্রকৃত অর্থে (in real sense) মুক্তি লাভ করে।

সাধারণত মন্দিরে বা ভক্তগৃহে আরতির সময় ঘিয়ের-প্রদীপ জ্বালানোর পর শঙ্খের জল শ্রীবিগ্রহকে নিবেদন করা হয়। অনুরূপভাবে শ্রীভগবানের পাদপদ্মেও অপ্রাকৃত জল রয়েছে। এই জল তাঁর ভক্তদেরকে বহু ধরণের জাগতিক দুঃখ-দুর্দশার

জ্বালা থেকে পরিত্রাণ করে। এই চিহ্ন ভক্তদের চূড়ান্ত বিজয়েরও ইঙ্গিত বহন করে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঠিক আগে কৃষ্ণ তাঁর পাঞ্চজন্য শঙ্খ সবার পূর্বে বাজিয়েছিলেন যাতে শত্রুরা (কৌরব পক্ষ) এবং পান্ডুরা উজ্জীবিত হয়।

আবার কৃষ্ণের পাদপদ্মের এই শঙ্খ সমস্ত জড়সমুদ্র ধারণ করে আছে যা তাঁর ভক্তরা অতি সহজেই অতিক্রম করতে পারবে। আবার এই শুভ চিহ্ন নির্দেশ করে যে যারাই কৃষ্ণের পাদপদ্মে আশ্রয় নেয় তারা পুরোপুরি ভয়শুন্য অবস্থায় উপনীত হতে পারে।

(iii). গোস্পদ (Cow-hoof): গরুর পায়ের মধ্যে কিছু খাজযুক্ত জায়গা আছে। সেখানে অতি সামান্য জল ধারণ করা সম্ভব। যারা ভগবান কৃষ্ণের পাদপদ্ম নিয়ত ধ্যান করেন তাদের কাছে জড়-জাগতিক মহাসমুদ্র গোস্পদে (গরুর পায়ে) ধারণযোগ্য জলের / জলাধারের মতই অতি ক্ষুদ্রাকার এবং অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হবে এবং এভাবে তারা ভব মহাসমুদ্র অতি সহজেই উত্তীর্ণ হতে পারবে।

(iv). ধনুক (Bow): ধনুক চিহ্ন বোঝায় যে যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আশ্রয় নেয় তারা একে একে (ক্রমান্বয়ে) সব ধরণের দুশ্চিন্তা এবং বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত হয়। এই জড়জগতে হত-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরাই আবদ্ধ থাকে এবং তারা ভগবানের পাদপদ্মে আশ্রয় নেয় না। আর যেসব ব্যক্তি চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে তাঁর পাদপদ্মে আশ্রয় নেয় তারা সেখানেই চূড়ান্ত বিচারে অবস্থান করতে পারে। তাদেরকে আর এই জড় জগতে দেহত্যাগের পর ফিরে আসতে হয় না। এছাড়া ভক্তদের মন যখন প্রভুর পাদপদ্মে সমর্পিত হয় তখন তারা প্রেমরসে উজ্জীবিত হয় এবং তাদের চোখ থেকে প্রেমাশ্রু বর্ষিত হয়।

আবার ধনুক হলো বীরত্বের প্রতীক। ভগবানের পদমূলে অবস্থিত ধনুকের প্রতি যিনি তার চোখস্থির রাখেন তখন তিনি জড়জগতের সমস্ত ধরণের ভয় থেকে বিমুক্ত থাকেন।

(v). ত্রিভুজ / ত্রিকোণ (Triangle): জ্যোতিষ শাস্ত্রে আছে উপরোক্ত চিহ্ন হাতে অথবা পায়ের নীচে থাকলে জাতক বিভিন্ন ধরণের বাধা-বিপত্তি থেকে যুক্ত থাকে বা থাকতে পারে। ভগবানের পাদপদ্মের এই চিহ্ন নির্দেশ করে যে তাঁর শুদ্ধ ভক্তরা জড়জগতের বিভিন্ন বাধা-বিপত্তি থেকে সবসময় যুক্ত থাকতে পারবে।

(vi). কলস (Pitcher): এই শুভ চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ পায় যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে স্বর্ণের কলসীতে স্বর্গীয় অমৃত রয়েছে। যা তাঁর কাছে নিবেদিত আত্মারাই একমাত্র স্বাধীনভাবে ভোগ করতে পারে। এই কলসীগুলো সব সময়ই পূর্ণ থাকে। তাই ভক্তগণ এ থেকে কখনো বঞ্চিত হন না।

এই চিহ্নের অন্য একটি তাৎপর্য হলো ভগবানের পাদপদ্ম অমৃত বর্ষণ করতে পারে যা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া ভক্তদের ত্রিতাপ জ্বালা নিঃশেষ করতে বা নিভিয়ে দিতে পারে। এছাড়াও কলস হলো এমন একটি প্রতীক যার দ্বারা যে কোন অশুভ শক্তি তাঁর ভক্তদের ধারে-কাছে আসতে পারেনা। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে এভাবে অনাবিল সুখ-শান্তি বহন করে আনতে পারে।

(vii). অর্ধচন্দ্র (Half-moon): ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম কিভাবে তাঁর ভক্তদের ক্ষেত্রে আশা-আকাঙ্খার প্রতীক তাই অর্ধচন্দ্র চিহ্ন নির্দেশ করে। শিবের মতো মহাদেবের মাথায় / শিরে অর্ধচন্দ্র রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বলা যায় ভগবানের পদতলের এই চিহ্ন শিবের মতো দেবতারা তাঁদের মস্তকে ধারণ করেন। এজন্য যে সব ভক্ত ভগবানের পদ মস্তকে ধারণ করবেন - অর্থাৎ তাদের মস্তক প্রভুর পদতলে সবসময় অবনত করে রাখবেন তারা শিবের মতো মর্যাদাপূর্ণ স্তরে পৌছতে পারবেন।

আবার চন্দ্র যেমন তার স্নিগ্ধ কিরণ দ্বারা অমৃত বর্ষণ করে, তেমনি ভগবানের পদকমলও ভক্তদের উপর অমৃত বর্ষণ করে তাদের জড়-জাগতিক ত্রিতাপ জ্বালা নিঃশেষ করে দেয়। রাতে এক চন্দ্রই জগতের অন্ধকার দূর করতে পারে। তেমনি ভগবানের কৃপায় একই সময়ে বহু আত্মা উদ্ভাসিত - অর্থাৎ কৃপায় সিক্ত হতে পারে। ভগবানের এক একটি পদ নখ পূর্ণ বিকশিত দশটি চন্দ্রের সদৃশ বলেই আকাশের চন্দ্র পূর্ণময় না হয়ে অর্ধাকারে প্রকাশিত হয়।

(viii). মৎস (Fish): এই চিহ্নটি বোঝায় যে জলছাড়া মাছ যেমন জীবন ধারণ করতে পারে না, তেমনি আত্মসমর্পনকারী ভক্তগণও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের সাথে সরাসরি সংযোগ ব্যতীত জীবনযাপন করতে পারে না। এই চিহ্ন আরোও নির্দেশকরে যারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আশ্রয় নেয় তাদের অন্তরে লালিত শুভ আকাঙ্খা পূরণের পাশাপাশি তারা সত্যিকারভাবে দীর্ঘজীবি হয়।

জলের মধ্যে মাছ যেমন এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করে, তেমনি মানুষের মনও অতি চঞ্চল থাকে। এর তাৎপর্য হলো দীর্ঘকাল ভগবানের শ্রীচরণকমলের উপর ধ্যান করতে পারলে একসময় ভগবানের পাদপদ্ম হৃদয়ে প্রতিভাত হয়।

আবার এই মৎস চিহ্ন নির্দেশ করে, কেবলমাত্র হৃদয়ে ভালোবাসা এবং করুনায় আপ্লুত হলেই ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের পাদপদ্মের আবির্ভাব হয়। কারণ ভালোবাসাহীন হৃদয়ে ভগবানের পাদপদ্ম বিকশিত হতে পারেনা।

ডান পদ-কমলের শুভ চিহ্নাদির তাৎপর্য
(i). চক্র (Disk): ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভূজ হলেও প্রয়োজনে চতুর্ভূজ বিষ্ণুরূপ ধারণ করতে পারেন। তাঁর চারহাতের মধ্যে একটি হাতে চক্র থাকে যা তাঁর প্রধান অস্ত্র হিসেবে বিখ্যাত। এজন্য তাঁকে চক্রধারীও বলা হয়। চক্র দ্বারা ভগবান তাঁর অতি শক্তিশালী শত্রুকেও নিহত করতে সক্ষম হন। তাই এই শুভ চিহ্ন ভক্তদের ছয়টি শত্রুকে বিনাশ করে দেয়। এগুলো হলো কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য। অর্থাৎ ভক্তের হৃদয়ে এই ষড়রিপু থাকলে ভগবানের চক্র সেগুলোকে ক্রমান্বয়ে বিনষ্ট করে দেয়।

আবার এই চক্র তেজতত্ত্ব প্রকাশ করে - অর্থাৎ এটি উষ্ণশক্তি নির্দেশ করে। এই শক্তির সাহায্যেই ভগবান তাঁর ভক্তদের হৃদয় থেকে অন্ধকার রূপ পাপ দূর করে দেন।

(ii). পদ্ম (Lotus): যারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে ধ্যান করে - এই চিহ্ন ঐসব মৌ-মাছি সদৃশ ভক্তগণের অমৃত পাওয়ার ইচ্ছা বাড়ায়। পদ্মের জন্ম জলে। এজন্য যারা ভগবানের অপ্রাকৃত পাদপদ্মের ছবি হৃদয়ে ধারণ করতে পারে তারাই পরম উপকৃত হয়।

এই চিহ্নের আর একটি তাৎপর্য হলো ভাগ্যদেবী - অর্থাৎ স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী ভগবানের পাদপদ্মে অবস্থান করে সব সময় বিনীতভাবে তাঁর সেবায় নিযুক্ত রয়েছেন। পদ্মফুলের কোমল পাপড়ির সাথেই কেবলমাত্র কৃষ্ণের শ্রীপাদের তুলনা করা কিছুটা সম্ভব। তাঁর পাদপদ্মে নিয়ত ধ্যান করলে যেকোন ব্যক্তি অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। এজন্য ভগবান কৃষ্ণের পাদপদ্মের অমৃত ব্যতীত কারো পক্ষে শুষ্ক জ্ঞান ও বৈরাগ্যের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।

(iii). উর্দ্ধরেখা (Upperline): জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী হাত অথবা পায়ের যেকোন ক্ষেত্রে উর্দ্ধমুখী রেখা থাকলে শুভ ফল প্রদান করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে যে উর্দ্ধরেখা রয়েছে সেটি এই ইঙ্গিত দেয় যে যেকেউ তাঁর পাদপদ্মের উপর আস্থা রাখা সহ ধ্যান করলে নিশ্চিত ভাবে ঐ ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতি হতে বাধ্য।

আর একটি তাৎপর্য হচ্ছে তাঁর পাদপদ্মের উপর বিশ্বাস থাকলে ঐ ব্যক্তির সব বিষয়ে উন্নতি হবে।
(iv). ছত্র / ছাতা (Umbrella): শ্রীভগবানের কোমল পাদপদ্মে যারা আশ্রয় নিতে পারে এই চিহ্ন তাদের জন্য জড়-জাগতিক বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দশার হাত থেকে পরিত্রাণের ঢাল হিসাবে কাজ করে।

এই চিহ্ন দ্বারা আরও প্রকাশ পায়, যারা তাঁর পদছাতার নীচে অবস্থান করে তারা রাজা-মহারাজাদের মতই সন্মান পান।

(v). অঙ্কুশ (Goad): অঙ্কুশ হলো এক ধরণের জিনিস যার সাহায্যে মাহুত তার হাতির চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করে বা করতে পারে। অনুরূপভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই পদচিহ্ন ভক্তদের মন নিয়ন্ত্রণ করে তাদেরকে সঠিকপথে পরিচালিত করে। যারা তাঁর পাদপদ্মে অবস্থান করে তারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়।

(vi). ধ্বজ / পতাকা (Flag): ধ্বজ বা পতাকা হল জয়ের চিহ্ন। আবার এটি ভয়হীন অবস্থার কথাও তুলে ধরে। তাই এই চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ পায় যে যারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের আশ্রয় নিয়েছে - অর্থাৎ ধ্যান করেন তারা সব ধরণের জড়-জাগতিক ভয় থেকে নিরাপত্তা এবং আশ্রয় পায়।

(vii). স্বস্তিক চিহ্ন (Swastika sign): এই চিহ্নটি মূলত শান্তি ও সম্প্রীতির অবস্থান নির্দেশ করে। আবার এটি স্বধর্মে নিষ্ঠ থাকার বিষয়টি তুলে ধরে। তাই ভগবানের পাদপদ্মের এই চিহ্নের প্রতি যারা ধ্যান করতে পারে বা করে তারা সংসার সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি লাভ এবং স্বধর্মে অবস্থান করার যোগ্যতা লাভ করে।

(viii). অষ্টকোণ (Octagon): যজ্ঞ এবং কোন কিছু দুরুহ বস্তু পাওয়ার আশায় এই চিহ্ন এঁকে যোগী এবং ধ্যানীরা এর উপর বৈদিক বা তান্ত্রিক মন্ত্র পাঠ করে। তাই ভগবানের পাদপদ্মের এই চিহ্নে কেউ ধ্যান করলে জাগতিক অনেক বিষয়ে সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।

(ix). জম্বুফল (Rose apple): ভূ-মন্ডল সম্পর্কিত বৈদিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী - আমরা সবাই জম্বুদ্বীপের অধিবাসী। তাই পদচিহ্ন নির্দেশ করে যে ভগবানের শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মই এই দ্বীপের অধিবাসীদের - অর্থাৎ আমাদের আরাধনার একমাত্র মাধ্যম হতে পারে।

(x). বজ্র (Thunderbolt): এই শুভ চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ পায় ভগবানের পাদপদ্মে ধ্যান করলে পূর্ব জন্মের রাশি রাশি পাপের কর্মফল তৎক্ষণাৎ ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়। এটি আরোও নির্দেশ করে যে বা যারা তাঁর পাদপদ্ম ধ্যান করে তারা স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের মত মর্যাদায় উন্নীত হন।

(xi). যব (Barley): জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী এই চিহ্নটি কোন কাজে বাধা-বিঘ্নের ইঙ্গিত বহণ করে। এর তাৎপর্য হলো কোন মানুষ যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদতলে নিজেকে আত্মসমর্পণ না করে তবে জড়জগতে সে দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হবে।

এভাবে ভগবানের পদকমলে মোট ১৯টি শুভ চিহ্ন রয়েছে।

শুভ চিহ্নাদির প্রশস্তি

পুরাণ শাস্ত্রে ভগবানের পাদপদ্মের নীচে উপরোক্ত ক্রম অনুসারে (respective places of the imprints) শুভ চিহ্নাদি কেন অবস্থান করছেন তার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিশেষত স্কন্দ পুরাণে (Skanda Purana) এই সম্পর্কে বেশ কিছু উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে।

(i). প্রথমত, শ্রীকৃষ্ণ তার ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির নীচে একটি চক্র ধারণ করেছেন এজন্য যে সেগুলোর সাহায্যে তিনি যেন তাঁর ভক্তদের ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য ইত্যাদির মত ষড়রিপু বিনষ্ট করে দিতে পারেন। আবার মধ্যাঙ্গুলির নীচে একটি অত্যন্ত সুন্দর পদ্মফুল রয়েছে। ভগবান এই চিহ্নটি ধারণ করেছেন এজন্য যে যাতে তাঁর ভক্তরা মৌমাছির মত লোভী হয়ে তাঁর পাদমূলে ভক্তিরূপ মধুর জন্য আশ্রয় নেয় বা ভিড় করে।

(ii). দ্বিতীয়ত, ভগবান একটি বিজয় পতাকা ধারণ করেন এজন্য যে সেগুলোর সাহায্যে তিঁনি যাতে ভক্তদের কাছে অনভিপ্রেত বিষয়সমূহ বিনষ্ট করে দিতে পারেন।

(iii). তৃতীয়ত, কনিষ্ঠা আঙুলের কিছুটা নীচে একটি বজ্র রয়েছে। এই বজ্রের সাহায্যে তিনি ভক্তদের পর্ব্বত সদৃশ পাপরাশি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভক্ত করে সেগুলোকে ধূলিস্যাৎ করে দেন।

(iv). চতুর্থত, একই আঙুলের ঠিক নীচে একটি অঙ্কুশ রয়েছে। আবার প্রধান / বৃদ্ধাঙ্গুলির নীচে একটি যব (barley) রয়েছে। এই দুই চিহ্নের সাহায্যে তিঁনি যথাক্রমে ভক্তদের মন নিয়ন্ত্রণ করেন এবং পাশাপাশি ভক্তদের জন্য পারমার্থিক আনন্দ প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

(v). পঞ্চমত, একটি উর্দ্ধমুখী রেখা দ্বিতীয় বৃদ্ধাঙ্গুলের মধ্য দিয়ে নীচ দিকে চলে গিয়েছে। এর একদিকে একটি চক্র রয়েছে। এর নীচে একটি ছাতা/ছত্র আছে। অন্যদিকে পাদপদ্মের নীচের প্রায় অর্ধাংশের চারদিকে চারটি স্বস্তিক চিহ্ন আছে। এর মাঝখানে একটি অষ্টকোণ (octagon)। এসব চিহ্ন ভক্তদেরকে বিভিন্ন প্রকারে রক্ষার প্রতীক হিসেবে কাজ করে।

অনুরূপভাবে তাঁর বাম পায়ের নীচের বিভিন্ন চিহ্নাদিও ভক্তদেরকে নানা উপায়ে সুরক্ষা দানের পাশাপাশি তাদেরকে পারমার্থিক আনন্দ প্রদান করে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ ভাগবতম এর উপর তাঁর টীকায় ভগবানের পাদপদ্মের বিভিন্ন চিহ্নের বর্ণনা করেছেন (ভাগবতম এর উপর লিখিত তাঁর টিকার নাম সারার্থদর্শিনী)। তিনি মূলত ডানপায়ের বিভিন্ন শুভ চিহ্নের উপর মন্তব্য করেছেন। তাঁর বর্ণনা অনুযায়ী ভগবানের ডান পাদপদ্মে মোট নয়টি শুভচিহ্ন আছে যা আমরা আগেই ব্যাখ্যা করেছি।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত গোবিন্দ লীলামৃত গ্রন্থের ১৬ অধ্যায়ে কিভাবে টিয়াপাখি (Parrots) ভগবানের পাদপদ্মের বিভিন্ন শুভচিহ্নের প্রশংসা করেছে তার বর্ণনা রয়েছে। টিয়াপাখী (বা শুকপাখী) বলছেন - ভগবানের পায়ের ১৯টি শুভচিহ্ন এক অর্থে সব বিষয়ে তাঁর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব প্রকাশ করছে - অর্থাৎ তিনি যে পরমেশ্বর ভগবান তাই দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছে।

এই শুকপাখী / টিয়াপাখী আরও বলছেন যে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের প্রশংসা একবার মাত্র উচ্চারণ করলেই তৎক্ষণাৎ যে কোন লোকের সব বিষয়ের তৃষ্ণা / আকাঙ্খা দূর হয়ে যায়। এসব চিহ্ন যে কোন লোকের বিস্ময় উৎপাদন করে এবং তার সব প্রবৃত্তি দমন করে। এগুলো স্পর্শ করলেই সব ধরণের দুঃখ - দুর্দশা দূর করে দর্শকের মনে অপার শান্তি সৃষ্টি করতে সমর্থ। তাই শুকপাখি / টিয়া পাখী বলছেন এই দুই পাদপদ্ম আমার সব আকাঙ্খা পূরণ করে দেয়।

শুকপাখী / টিয়া / তোতা পাখী আরোও বলছেন, ভগবানের অঙ্গুলির নখসমূহ প্রয়াগের গঙ্গানদীর মতই সাদা। আবার এসব আঙুলের অগ্রভাগ যমুনার মতো অনেকটা কালো - এবং নীচের অংশ / ভাগ অনেকটা লাল ঠিক যেন ব্রাহ্মণের মেয়ে সরস্বতীর মতো। এভাবে তাঁর পাদপদ্ম পূর্ণরূপে সুন্দর এবং ভক্তদের সমস্ত ধরণের আকাঙ্খা পূরণ করে। অর্থাৎ গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী নদীর সঙ্গমে স্নান করলে মানুষের সমস্ত আশা পূরণ হয় তেমনি ভগবানের পাদপদ্মের বিভিন্ন শুভ চিহ্ন দর্শন করলে তার চেয়ে বেশী ফল পাওয়া যায়।